প্রথম আলো

তারিখ 5 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ

এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না

গত সাড়ে আট বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসংখ্যা বেড়ে দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছেছে। শিক্ষকসংখ্যা বাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য উপকারী বটে, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ আছে। কেননা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সাড়ে আট বছরে ৯০৭ জন শিক্ষকের অনেককেই নিয়োগ করার উদ্দেশ্য মূলত রাজনৈতিক, সহজ চলতি কথায় 'দল ভারী করা'। বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গল সাধনের পরিবর্তে রাজনৈতিক লাইনে দল ভারী করার উদ্দেশ্য যখন মুখ্য হয়ে ওঠে, তখন সেই উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়ায় নিয়মকানুন অগ্রাহ্য হয়। তাই দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় নানান গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে।

স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার ঘটনা আমাদের এই 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে' কীভাবে সম্ভব হয়, তা আমরা ভেবে পাই না। দলীয় বা দলের ভেতরের নির্দিষ্ট গ্রুপের অনুগত ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার স্বার্থে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়েছে, ন্যূনতম যোগ্যতাই নেই, এমন ব্যক্তিদেরও শিক্ষক বানানো হয়েছে। শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় মেধা গৌণ হয়ে পড়েছে, মুখ্য হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক, দলীয়, উপদলীয় বা অন্য কোনো ধরনের আনুগত্য। এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। কারণ, শিক্ষকই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেরুদণ্ড, আর শিক্ষকের প্রধান যোগ্যতা হলো মেধা ও জ্ঞান। রাজনৈতিক আনুগত্য এখানে কোনো যোগ্যতা হিসেবে বিবেচ্যই নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়টির উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সাড়ে আট বছরের কার্যকালে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ নতুন নয়। তিনি সব অভিযোগের দায় নিয়োগ বোর্ডের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপাচার্যকে বাদ দিয়ে যে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয় না, তা মোটের ওপর জানা কথা। আরও একটা গুরুতর বিষয় হলো, ক্ষমতাসীন দলের অনুসারী শিক্ষকেরাই উপাচার্যের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়েছেন এবং উপাচার্য ও তাঁর অনুসারীরা নিজেদের পক্ষ ভারী করতেও শিক্ষক নিয়োগ করেছেন।

দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনায় শিক্ষক নিয়োগ এবং তা করতে গিয়ে ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ নয়, দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই কমবেশি এ রকম চলেছে এবং চলছে। কিন্তু এভাবে আর চলতে দেওয়া যায় না, কারণ এভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

জনগণের করের টাকায় পরিচালিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন, দলীয় আনুগত্যের জায়গায় মেধা ও যোগ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন।